দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUN 1994
পৃষ্ঠা ? কলাম

65

শিক্ষকদের অনুদান ৫ ভাগ বাড়াইতে সরকার রাজী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। ধর্মঘটী শিক্ষকদের সহিত সরকারের পক্ষ হইতে আলোচনাকারী ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম বলিয়াছেন, শিক্ষকরা যদি ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া ক্লাসে ফিরিয়া যায় তাহা হইলে সরকারী অনুদান শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি করিতে সরকার প্রস্তুত।

(১১শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

সরকার রাজী

(১ম পৃঃ পর)

ধর্মঘট প্রত্যাহার করিলে অনুদান বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবী লইয়া আলোচনা করিতেও সরকার রাজী। উভয়পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে বর্তমানে প্রাপ্ত ৭০ ভাগ হইতে অনুদান একশত ভাগে পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা লইয়াও আলোচনা হইতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার নীতিগতভাবে অনুদান বৃদ্ধির প্রস্তাব মানিয়া লইয়া বলেন, সরকারের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নহে। অনুদান একশত ভাগে উন্নীত করিতে হইলে সরকারকে ব্যাপক হারে কর বসাইতে হইবে। ইহাতে সরকার জনগণের কাছে অপ্রিয় হইয়া যাইবে।

শিক্ষক ধর্মঘট, মহাঅবস্থান ধর্মঘট ও আমরণ অনশন পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্ত্রীদ্বয় গতকাল (বুধবার) সংসদ ভবনে আয়োজিত এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে ধর্মঘট পরিহার করার আহ্বান জানাইয়া বলেন, আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। আলোচনার মাধ্যমেই সকল দাবী মীমাংসা সম্ভব। শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার বলেন, দুইটি দাবী ছাড়া শিক্ষকদের সব দাবী মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, টাইমস্কেল প্রদান এবং চিকিৎসা ভাতা একশত টাকা হইতে ১ শত ৫০/ টাকায় বৃদ্ধি করিতে সরকার রাজী হইয়াছে। প্যাকেজ ডিল হিসাবে অনুদানও ৫ ভাগ বৃদ্ধি করিতে রাজী। কিন্তু চাকুরীর বয়সসীমা ৭০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। আর একশত ভাগ অনুদান বৃদ্ধি বা শিক্ষকদের চাকুরী জাতীয়করণের বিষয়টি নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তাঁহাদের সহিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের আলোচনার পূর্বাপর বর্ণনা দিয়া বলেন, তাঁহারা এক এক সময় এক এক কথা বলিতেছেন। একটি দাবী পূরণে রাজী হইলে আরেকটি দাবী করিয়া বসেন। সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। তিনি বলেন, প্রথমে সরকার অনুদান ১০ ভাগ বৃদ্ধি করিতেও রাজী হইয়াছিল। তখন শিক্ষকরা অন্যান্য দাবী লইয়া আসেন। এখন প্যাকেজ ডিল হিসাবে ৫ ভাগ বৃদ্ধিতে সরকার রাজী। এখন অন্যান্য দাবী মানার ফলে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা ১০ ভাগ অনুদানের চাইতে অনেক বেশী। তিনি বলেন, সরকারী ঘোষণার জন্য আগে শিক্ষকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করিতে হইবে। তাহা না হইলে সরকার একতরফা ঘোষণা দিলে তাঁহারা আবার অন্য দাবী করিয়া বসিতে পারে। ইহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ইউনুস খান বলেন, বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ভাতা ১৯৯১ সালের তুলনায় বর্তমানে প্রায় ৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুদান বেসিক বেতনের একশত ভাগে বৃদ্ধি করিলে সরকারের বর্তমান তাহাদের বেতন ভাতাদির ক্ষেত্রে যে ৫শ ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ শত কোটি টাকা হইবে। ৭০ ভাগে যদি ৫ শত ২৬ কোটি ব্যয় হয় আর বাকী ৩০ ভাগে কিভাবে পনর শত কোটি ব্যয় হইবে তাহা জানিতে চাহিলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা হয়ত তখন ছাত্রবেতন সরকারের ঘরে জমা দিতে রাজী হইবেন না। সাংবাদিকরা তাঁহার কাছে পনরশত কোটি টাকার ব্যাখ্যা চাহিলে তেমন কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই।

শিক্ষামন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সহিত বৈঠকে না বসিয়া একটি গ্রুপের সহিত কথা বলিতে বেশী আগ্রহী দেখা গিয়াছে —ইহা কেন? জানিতে চাহিলে মন্ত্রী ডায়েরী বাহির করিয়া বলেন, তিনি সবার সহিতই কথা বলিয়াছেন। সংসদ অধিবেশন চলাকালে সংসদে বিবৃতি না দিয়া সাংবাদিক সম্মেলন কেন জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, খোলামেলা আলোচনার জন্যই সাংবাদিক সম্মেলন।